মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার ৬

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত থেকে আজ শনিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, বন্দর মধ্যপাড়ার মোঃ রজব আলীর ছেলে মোঃ হাসানুল ওরফে হাসা (৪৪), ক্যাশবপাড়ার মোঃ খোদা বক্সের ছেলে মোঃ সোহেল রানা (৪২), আমঝুপির খোদাবক্রের ছেলে মোঃ আঃ করিম, রাধাকান্তপুর গ্রামের মোঃ মোকলেছুর রহমানের ছেলে মোঃ হাসান আলী (৩৪), ক্যাশবপাড়ার মৃত সুমন মন্ডলের ছেলে খাজা মইন উদ্দিন তিস্ত ওরফে মহিত (২৫/২৬) ও নতুন শেখ পাড়ার মোঃ মইনুল হোসেনের ছেলে রোকনুজ্জামান ওরফে রোকন (২৭)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

মেহেরপুরে পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশ লাইন্স ড্রিলসেডে আজ শনিবার মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম, পিপিএম।

সভায় জেলার বিভিন্ন ইউনিটের পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত থেকে তাদের

সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পুলিশ সুপার মনোযোগ দিয়ে সব বক্তব্য শুনেন এবং সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

তিনি বলেন, “পুলিশ বাহিনী জনগণের আস্থা ও সেবার প্রতীক। তাই প্রতিটি সদস্যকে সততা, আন্তরিকতা ও শৃঙ্খলার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।”

অনুষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে অবসরে (পিআরএল) গমনকারী পুলিশ সদস্যদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবদুল করিমসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ফোর্সবৃন্দ।

ভারত থেকে ফেরত আসা ২২ বাংলাদেশিকে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

অবশেষে আপন ঠিকানায় ফিরলেন ভারত থেকে ফেরত আসা ২২ বাংলাদেশি নারী-পুরুষ। বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানা পুলিশ নিজ নিজ ঠিকানায় স্ব স্ব ব্যক্তির অভিভাবকের কাছে তাদের বুঝিয়ে দেয়।

এ সময় ভাই তার বোনকে, পিতা-মাতা তার সন্তানকে দীর্ঘদিন পর কাছে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন।

এর আগে বুধবার ১৩ আগস্ট দুপুরে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি-বিএসএফ-এর পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ফেরত দেয়।

পুলিশ ও ফিরে আসা ব্যক্তিরা জানান, মোটা টাকার বেতনের চাকরি ও কাজের প্রলোভন দেখিয়ে দালালরা দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে তাদের অবৈধভাবে ভারতে পাঠিয়েছিল। দিশেহারা হয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে কেউ ভারতের হায়দ্রাবাদে

পার্লারের কাজে, কেউ উত্তর ও মধ্য প্রদেশে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

অবশেষে বুধবার ১৩ আগস্ট দুপুরে দর্শনা সীমান্তের ৭৬ নম্বর পিলারের পাশে বিজিবি-বিএসএফ কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের পর ২২ বাংলাদেশি নারী-পুরুষকে দর্শনা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ফেরত আনা হয়। পরে তাদের দর্শনা থানা পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়।

ফেরত আসা বাংলাদেশিরা হলেন নোয়াখালী জেলার সুমাইয়া খাতুন (১৯), বরিশাল জেলার মিম খাতুন (১৫), নোয়াখালী জেলার আইরিন খাতুন (১৭), নোয়াখালী জেলার উম্মেহানি সাবু (১৮), গাজীপুর জেলার মিম খাতুন (২০), খুলনা জেলার শাহিদা আক্তার (২৪), খুলনা জেলার আফরিন বিবি (৩০), বরিশাল জেলার আবেদা খাতুন (২০), নরসিংদী জেলার শিউলি বিবি (৩৩), চুয়াডাঙ্গা জেলার রওশনারা খাতুন (২৩), পিরোজপুর জেলার মুন্নি খাতুন (২৪), চট্টগ্রাম জেলার রোমান হক (২৪), শরীয়তপুর জেলার রাশেদ আলি (২৩), বাগেরহাট জেলার আলাউদ্দিন (২২), খুলনা জেলার আরিফ (৩১), নড়াইল জেলার হাবিব রহমান (৩৪), খুলনা জেলার তারেক (৩০), নড়াইল জেলার রোমান আজিজ (৩৫), ঢাকা জেলার কৃষ্ণচন্দ্র রায় (২৬), ঢাকা জেলার সালাউদ্দিন (৫০), নওগাঁ জেলার সাথী পারভিন (৩৪) ও ঠাকুরগাঁও জেলার আরমান হোসেন (২৩)।

দর্শনা থানার ওসি মোঃ শহীদ তিতুমীর জানান, বিভিন্ন জেলার ২২ জন বাংলাদেশি নারী-পুরুষকে তাদের অভিভাবকের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ৫ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গত বুধবার রাত থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত জেলার

বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন, গাংনীর আমতৈল গ্রামের মৃত আতাহার মন্ডলের ছেলে মোঃ কামরুজ্জামান মন্ডল (৫১), সাহারবাটি গ্রামের মৃত আমীর আলীর ছেলে মোঃ আজমত আলী(৪৭), পুরাতন মটমুরা গ্রামের মৃত জায়েদ আলীর ছেলে মোঃ আনারুল ইসলাম, ধানখোলা গ্রামের আনছার আলীর ছেলে মোঃ লিটন বেপারী এবং তার স্ত্রী মোছাঃ বিথীয়ারা খাতুন বিথী।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

দিল্লি, কাঁপালো ইন্ডিয়া জোট, পুলিশের জালে ১০০ এমপি

দিল্লির রাজপথে এমন দৃশ্য দেখা গেল যা বহুদিনের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। সংসদ ভবনের মকর দ্বার থেকে শুরু হওয়া ইন্ডিয়া জোটের এমপিদের পদযাত্রা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে পৌঁছানোর আগেই দিল্লি পুলিশের ব্যারিকেডে থমকে গেল এবং শেষমেশ তা পরিণত হল এক ব্যাপক গ্রেফতার অভিযানে।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়াকে বিরোধীরা ‘ভোটাধিকার খর্বের চক্রান্ত’ বলে আখ্যা দিয়ে সংসদ চত্বরে জমায়েত হয়েছিলেন কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, শিবসেনা, ডিএমকে সহ ইন্ডিয়া জোটের প্রায় সব সদস্যদলের সাংসদরা। জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে, হাতে পোস্টার নিয়ে তারা স্লোগানে স্লোগানে পরিবহণ ভবনের দিকে এগোতে থাকেন। পথে মহুয়া মৈত্র ও সুস্মিতা দেব ব্যারিকেডের উপর উঠে স্লোগান দেন, অখিলেশ যাদব তা লঙ্ঘন করে এগিয়ে যান, অন্যরা চেষ্টা করলেও পুলিশ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে।

মুহূর্তের মধ্যে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সঞ্জয় রাউত, তৃণমূলের সুজাতা ঘোষসহ প্রায় ১০০ জনকে আটক করে পুলিশ, বাসে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়।

এ সময় রাহুল গান্ধী বলেন, “এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ভোটার তালিকার সুষ্ঠুতা চাই, সরকারের অন্যায় মানি না।” প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ভাষায়, “সরকার ভীত, ওরা জানে মানুষ আর চুপ থাকবে না।”

মল্লিকার্জুন খার্গে জানান, “SIR প্রক্রিয়া অগণতান্ত্রিক, বিরোধী ভোটারদের বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র।”
শশী থারুরও প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচন কমিশনের নীরবতা কি তাদের পক্ষপাতের প্রমাণ নয়?

পুলিশের বক্তব্য, এই পদযাত্রার জন্য অনুমতি ছিল না, এবং অনুমতিপ্রাপ্ত ৩০ জনের বদলে শতাধিক সাংসদ ও নেতা রাস্তায় নেমেছেন, যা আইনশৃঙ্খলার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বিকেল নাগাদ কিছু আটক নেতাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও রাহুল, প্রিয়াঙ্কা, অখিলেশদের মুক্তি পাওয়ার সময় নিয়েই বিভ্রান্তি ছিল।

এই বিক্ষোভে দেশের অন্যান্য বিরোধী নেতারাও সোচ্চার হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এখনও কোনও মন্তব্য করেনি, যা বিরোধীদের আরও ক্ষুব্ধ করেছে।

সমর্থকরা বলছেন, এই লড়াই কেবল SIR নয়, দেশের ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই—আর আজ দিল্লির রাজপথে তারই বিস্ফোরণ দেখা গেল।

অতিরিক্ত আইজি হলেন পুলিশের ৭ কর্মকর্তা

পুলিশের ডিআইজি পদমর্যাদার সাত কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়ে অতিরিক্ত আইজি করেছে সরকার। সোমবার (১১ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অতিরিক্ত আইজি হলেন যারা–

এপিবিএনের ডিআইজি মো. আলী হোসেন ফকির, এসবির ডিআইজি জি এম আজিজুর রহমান, ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) মো. সরওয়ার, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ডিআইজি মো. মোস্তফা কামাল, পুলিশ অধিদপ্তরের ডিআইজি কাজী মো. ফজলুল করিম, হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি মো. রেজাউল করিম এবং চট্টগ্রাম রেঞ্জ ডিআইজি মো. আহসান হাবীব পলাশ।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পদগুলোতে কর্মরত পদধারীদের পদোন্নতি, অবসর, অপসারণ কিংবা অন্য কোনো কারণে পদ শূন্য হলে পদগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হবে ও পদ সৃজনের তারিখ থেকে সাতটি সুপারনিউমারারি পদের মেয়াদ হবে এক বছর।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা স্বপদে বহাল থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। জনস্বার্থে জারি করা এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সূত্র: কালের কন্ঠ

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গাঁজার গাছসহ আটক ১

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় গাঁজার গাছসহ বুলবুল আহমেদ (৩৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। তিনি মৃত মোনাজাত আলীর ছেলে।

বুধবার ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে থানার তদন্ত কর্মকর্তা জাকির হোসেন, এসআই মেজবাউল হকসহ সঙ্গীয় ফোর্স বুলবুলের বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে বাড়ির পেছনে টয়লেটের পাশ থেকে ৩টি গাঁজার গাছ উদ্ধার করা হয়।

প্রতিটি গাঁজার গাছের উচ্চতা ছিল প্রায় ১১ ফুট এবং মোট ওজন

(কাঁচা) প্রায় ১৮ কেজি। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য আনুমানিক ১ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা অভিযান পরিচালনা করি এবং বুলবুলকে আটক করি। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী গাঁজার গাছগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে চোরাপন্যসহ আটক-৫

দর্শনা পৌরসভায় ১১২ টি সোলার লাইট ল্যাম্পপোস্ট লাগানো হয়েছে।এ সব ল্যামপোষ্ট ৬ মাসের ভিতরে সবই চোরেরা চুরি করে নিয়ে যায়।

এ চুরির ঘটনায় দর্শনা পৌরসভার পৌর সহায়ক হারুন অর রশিদ হারুন দর্শনা থানায় লিখিত অভিযোগ করে।অভিযোগের পেক্ষিতে মাঠে নামে প্রশাসন।

গতকাল দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে এলইডি ল্যাম্পসহ চার্জার সোলার লাইট ও ১০ টি ব্যাটারিসহ কিশোরসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায়,গত বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান দর্শনা শামসুল ইসলাম সড়কের ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঠে।এ সময় দর্শনা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় দর্শনা চেকপোষ্ট সড়কের উপর।

এ সময় পুলিশ সোলার লাইটের ল্যামপোষ্টের পিলালের উপর উঠে এলইডি লাইট খুলছে।পুলিশ সে সময় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর মাঝপাড়ার হাবিবুর রহমানের ছেলে হাসিবুল রহমান (১৯) ও একই গ্রামের আখতারুল ইসলামের ছেলে শিপন মিয়াকে (২৫(হাতে নাতে গ্রেফতার

করে।পরে তাদের দুজনের স্বীকারক্তিতে আরও ৩ জনকে গ্রেফতার করে গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা পৌরসভার মোবারক পাড়ার মৃত্য সেলিমের ছেলে হামিদুল ইসলাম (২৮) ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের সাইদুর রহমানের ছেলে আকাশ (১৭) ও একই গ্রামের আমিরুলের ছেলে শিহাব (১৭)কে গ্রেফতার করে।পরে তাদের স্বীকারোক্তিতে তাদের বাড়ি থেকে ও চার্জার মোটরসাইকেল থেকে বিভিন্ন চোরাইকৃত মালামাল উদ্ধার করে।

গতকালই ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।এ বিষয়ে দর্শনা পৌরসভার পৌর প্রশাসক এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান বলেন,আমরা পৌরসভার সব রাস্তাগুলো সোলার ল্যামপোষ্ট দিয়েছি তবে চোরেরা আস্তে আস্তে সব সোলার ল্যামপোষ্ট গুলো চুরি হয়ে যাচ্ছে।আমি শুনার পর আমার এক কর্মকর্তা দিয়ে অভিযোগ করি।অভিযোগের ভিত্তিতে দর্শনা থানা পুলিশ চোরাইকৃত মালামালসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত আসামীরা হলেন কুষ্টিয়া দৌলতপুরের খলিসাকুন্ডি গ্রামের মোঃ আসাদুল ইসলামের ছেলে মোঃ কলিন্স (২৫), গাংনীর কাজিপুর গ্রামের ফরাজীপাড়ার খোশবুল খানের ছেলে টুটুল হোসেন (২২), ভোলাডাঙ্গা গ্রামের আসিবুল ইসলামের স্ত্রী হামিদা খাতুন (৪৮)।

গ্রেফতারকৃত আসামীকে বিধি মোতাবেক বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

জেলা সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

গাংনীতে স্কুল ছাত্রীকে কুপ্রস্তাব, ভ্যানচালককে গণধোলাই শেষে পুলিশে সোপর্দ

মেহেরপুরের গাংনীতে দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করার অভিযোগে আব্দুল খালেক (৪৮) নামের এক ভ্যানচালককে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে সোপর্দ করেছেন স্থানীয়রা।

ভ্যানচালক আব্দুল খালেক গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের মৃত চেতন মন্ডলের ছেলে।

আজ রবিবার (২৭ জুলাই) দুপুরের দিকে গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটে।

গাংনী থানা পুলিশ তাকে আটক দেখিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আদালতে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভিকটিমের মায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে ওসি বানী ইসরাইল জানান, চলতি মাসের ২১ তারিখে ওই শিশুটি অভিযুক্ত আব্দুল খালেকের ভ্যানে করে নিজ বাড়ি গাঁড়াডোব গ্রামে ফিরছিল। পথিমধ্যে বাঁশবাড়িয়া তেলপাম্পের কাছে এসে শিশুটিকে একা পেয়ে আব্দুল খালেক তাকে বোতলের কোমল পানীয় খাওয়ানোর প্রস্তাব দেয়। শিশুটি তা খেতে অস্বীকার করে। পরে সে নানাভাবে অসামাজিক ও কুরুচিপূর্ণ কথা বলে কুপ্রস্তাব দেয়। তখন শিশুটি বুদ্ধিমত্তার সাথে ভ্যান থেকে নেমে পড়ে এবং বাড়ি ফিরে ঘটনাটি পিতা-মাতাকে জানায়।

পরিবারের সদস্যরা প্রতিদিন ভ্যানচালক খালেককে খুঁজতে থাকেন। আজ দুপুরে শিশুটি তাকে সনাক্ত করলে স্থানীয়রা আব্দুল খালেককে ধরে গণধোলাই দেন এবং পরে পুলিশে সোপর্দ করেন।

গাংনী থানা পুলিশ তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত খালেক ঘটনাটি স্বীকার করেছেন।

এ ঘটনায় শিশুটির পিতা ইসরাফিল বাদী হয়ে ২০০০ সালের শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনের ১০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেছেন (মামলা নং- ৩০, তারিখ: ২৭/০৭/২৫)।

এ ঘটনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।